উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

SLG + JAL

৩০ বৈশাখ ১৪২৮ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 14 May 2021 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

নিউজ@9 Find us on https://www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ইদ উপলক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
–প্রকাশক

স্বনির্ভর গোষ্ঠী দিয়ে দুয়ারে র‍্যাশন, ভাবনা খাদ্যমন্ত্রীর

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৩ মে : বাড়িতে বাড়িতে র‍্যাশন পৌঁছে দিতে কাজে লাগানো হতে পারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে। পুজোর আগেই দুয়ারে র‍্যাশন পৌঁছে দিতে দপ্তরের আধিকারিকদের একটি রোডম্যাপ বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী। ভোটের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ছিল, সরকারে এলেই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে র‍্যাশন। সদ্য গঠিত হয়েছে নতুন মন্ত্রীসভা। খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছেন রথীন ঘোষ। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সাধের দুয়ারে র‍্যাশন প্রকল্প নিয়ে দায়িত্ব পেয়েই বৈঠক সেরে ফেলেছেন নতুন মন্ত্রী।

এখনই গোটা রাজ্যে একবারে চালু করা সম্ভব না হলেও, ক্যাটিগোরি বা এলাকা ভাগ করে নিয়ে দুই থেকে তিন ধাপে দুয়ারে র‍্যাশন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে। তবে এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বিষয়ে রাজ্য খাদ্য দপ্তর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তারপর তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুমোদন নেওয়ার জন্য পাঠানো হবে।

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, তিনি দুয়ারে র‍্যাশন নিয়ে বৈঠক করেছেন। বেশ কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে সেগুলি বাস্তবায়িত করা হবে। একটি রোডম্যাপ তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। দুটি বিষয় ভাবা হয়েছে। একটি হল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ওই কাজে লাগানো যায় কি না, তা বিবেচনা করে দেখা হচ্ছে। তাঁরা র‍্যাশন ডিলার ও গ্রাহকদের মধ্যে যোগাযোগের কাজটা করবেন। বাড়ি বাড়ি সামগ্রী পৌঁছে দেবেন। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনা হল, রাজ্যের সমস্ত গ্রাহককে যদি একবারে এই সুবিধা না দেওয়া যায়, তাহলে এলাকা ভাগ করে ধাপে ধাপে এই সুবিধা চালু করা হবে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নেতার মেজাজে রাজ্যপাল

‘বুক পেতে গুলি খেতে রাজি’

কোচবিহার ব্যুরো

১৩ মে : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিঠি–যুদ্ধের মেজাজ নিয়েই কোচবিহারে এলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহার বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার থেকে নেমে, সারাদিন জেলায় ঘুরে রাতে সাংবাদিক সম্মেলনেও তিনি কার্যত বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করে গেলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা, দিনহাটায় আইসিকে আঙুল উঁচিয়ে ধমকানো, আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়ে বুক পেতে গুলি খাওয়ার আশ্বাস দেওয়া, সারাদিন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কদের পাশে নিয়ে ঘোরা– সবক্ষেত্রেই তাঁর ভূমিকায় রাজনৈতিক ছাপ স্পষ্ট।

বৃহস্পতিবার কোচবিহারে এসে নির্বাচন ও তার পরবর্তীতে সন্ত্রাস কবলিত মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, দিনহাটা, সিতাই সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ছবি দেখে তিনি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। এসব ঘটনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং জেলা পুলিশ ও প্রশাসনেরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশন ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তবে, এদিন মাথাভাঙ্গার জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। অপরদিকে, পরিদর্শন সেরে সন্ধ্যার দিকে সার্কিট হাউসে ঢোকার সময় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দেভৌমিক ও তাঁর দলবলকে বিভিন্ন পোস্টার–প্ল্যাকার্ড হাতে স্টেশন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাতে লেখা ছিল– করোনা ভ্যাকসিন চাই, ভাষণ নয়।

দিনহাটার এসডিপিও–কে ধমকাচ্ছেন রাজ্যপাল। বৃহস্পতিবার দিনহাটার মদমোহনবাড়ি মোড়ে।

রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ধনকর বলেন, ‘আগামীকাল অসমে যাব। আমি শুধু ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাব না, আমি ওদের বলতে যাচ্ছি, নির্ভয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসুন। দরকার হলে বুকে গুলি খাব। কিন্তু রাজ্যকে আমি এমন কলঙ্কিত হতে দেখতে পারব না যে এখানকার বাসিন্দারা অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন নিজেদের বাঁচাতে। আমার বিশ্বাস তাঁরা আমার কথা শুনবেন এবং ফিরে আসবেন।’

বৃহস্পতিবার বাগডোগরা থেকে বিএসএফের হেলিকপ্টারে কোচবিহার এয়ারপোর্টে এসে নামেন রাজ্যপাল। সেখানে সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি বলেন, গতকাল সিএম আমাকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, যেখানে সরকার চাইবে সেখানে রাজ্যপাল যেতে পারবেন। আমার কাজ সংবিধানকে রক্ষা করা। জনতাকে সুরক্ষা দেওয়া। অনেক জায়গায় নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু সবাই জানতে চাইছে বাংলায় কেন রক্তক্ষরণ হচ্ছে? কেন এই ভয়াবহ পরিস্থিতি? মানুষ মন দিয়ে ভোট দিয়েছেন। তবুও লুট, সন্ত্রাস হচ্ছে। সিএমের কাছে রিপোর্ট চেয়েও পাইনি। লোকজন আমাকে বলছেন, তাঁরা সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত। যাঁরা সিএমের দলকে ভোট দেননি তাঁদের উপর সন্ত্রাস করা হচ্ছে। ভোটের আগে থেকেই সিএম এরকম আচরণ করছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মহিলা দিয়ে ঘেরাও করবার কথা বলেছেন সিএম। তার আগে বলেছেন ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন নেই। তিনি এসব কীভাবে বলতে পারেন?

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিতর্কে ধনকর

- মাথাভাঙ্গা, শীতলকুচি, দিনহাটায় আক্রান্তদের বাড়িতে রাজ্যপাল
- সারাদিন পাশে বিজেপি সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক
- দিনহাটার এসডিপিও, আইসি–কে ধমক
- ঘরছাড়াদের সঙ্গে দেখা করতে অসমে যাচ্ছেন
- উদয়ন গুহর উপর হামলার ঘটনা জানতেন না

বিক্ষোভের মুখে ধনকর, স্লোগান উঠল গো ব্যাক

শীতলকুচি ও দিনহাটা, ১৩ মে : ভোট চলাকালীন ও তার পরবর্তীতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখতে এসে শীতলকুচি ও দিনহাটায় বিক্ষোভের মুখে পড়লেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মাথাভাঙ্গার জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গোলকগঞ্জ চৌপথিতে রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দিলেন জোরপাটকি নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। দিনহাটায়ও দুটি জায়গায় কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি রাজ্যপালকে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের নেতা–কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যপাল বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে জেলা সফরে এসেছেন। বিজেপি যেখানে আক্রান্ত হয়েছে সেই এলাকায় যাচ্ছেন। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী–সমর্থকরা যেখানে আক্রান্ত ও খুন হয়েছেন সেখানে তিনি যাচ্ছেন না। এই রাজ্যপালের রাজ্যের সাংবিধানিক পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। তবে বিজেপির অভিযোগ, জোরপাটকি নাগরিক মঞ্চের ব্যানার লাগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী–সমর্থকরাই রাজ্যপালকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

রাজ্যপালের কোচবিহার সফর ঘিরে গত কয়েকদিন ধরেই চাপা উত্তেজনা ছিল কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকায়। রাজ্যপালকে ঘিরে ক্ষোভ–বিক্ষোভের আশঙ্কায় আগেভাগেই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ ও প্রশাসন। তবুও বিক্ষোভ ও কালো পতাকা দেখানোর ঘটনা এড়ানো গেল না। এদিন দুপুরে রাজ্যপাল মাথাভাঙ্গা–১ ব্লকের জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছোতেই গোলকগঞ্জ চৌপথিতে রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্যাক স্লোগান দেন জোরপাটকি নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। জোরপাটকি নাগরিক মঞ্চের তরফে আলিজার রহমান বলেন, ‘ভোটপর্বে শীতলকুচির জোরপাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৬ নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে চারজন খুন হন। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে দেখা বা ওই এলাকায় পরিদর্শনে যাননি রাজ্যপাল। এমনকি নিহত চার যুবকের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কয়েকশো টন চিকিৎসাবর্জ্য জমেছে ফুলবাড়ি প্ল্যান্টে। –সংবাদচিত্র

ফুলবাড়ির প্ল্যান্টে সংক্রমণের শঙ্কা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৩ মে : নিয়ম বলছে, সংগ্রহের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হাসপাতাল, নার্সিংহোম বা প্যাথলজিক্যাল ল্যাবের চিকিৎসাবর্জ্য পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অথচ শিলিগুড়ির ফুলবাড়িতে উত্তরবঙ্গের একমাত্র চিকিৎসাবর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে কয়েকশো টন বর্জ্য জমে রয়েছে। উত্তরবঙ্গের আট জেলার প্রায় ৮০০টি হাসপাতাল, নার্সিংহোম ও ল্যাব থেকে চিকিৎসাবর্জ্য আসে ফুলবাড়ির প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে। কোভিডের চিকিৎসার যাবতীয় বর্জ্য, পিপিই কিট জমে রয়েছে সেখানে। প্রক্রিয়াকরণ না হওয়ায় সেগুলি থেকে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা বাড়ছে। দূষণ, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কয়েক মাস আগে প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের চিমনির প্রায় অর্ধেক অংশ ভেঙে পড়েছে। ফলে বর্জ্য পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়া খুবই সামান্য উচ্চতায় বাতাসে মিশছে, যা বিপজ্জনক বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রটি ফুলবাড়ি শিল্পতালুকের মধ্যেই রয়েছে। ওই চত্বরে আরও কয়েকটি কারখানা আছে। পাঁচশো মিটারের মধ্যেই আছে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড এবং জনবসতি। কেন্দ্রটির সীমানার একটা অংশ দীর্ঘদিন খোলা অবস্থায় রয়েছে। অনেক সময়ই কুকুর ঢুকে গিয়ে বর্জ্যভর্তি প্যাকেট মুখে নিয়ে বাইরে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতিতে প্ল্যান্টের দুরবস্থা নিয়ে ব্যাপক ক্ষুব্ধ সেখানকার শ্রমিকরা। প্ল্যান্টের কর্মচারী সংগঠন ইন্ডিয়ান বায়ো প্রাইভেট লিমিটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্ল্যান্টে ৮৭ জন কর্মী কাজ করেন। অভিযোগ, তাঁদের সুরক্ষার জন্য কার্যত কোনও বন্দোবস্তই করেনি কর্তৃপক্ষ। কোভিড চিকিৎসার বর্জ্য নাড়াচাড়া করতে হলেও তাঁদের পিপিই কিট, ফেসশিল্ড বা অন্য কোনও সুরক্ষাসামগ্রী দেওয়া হয়নি। বর্জ্যবহনকারী গাড়ি বা প্ল্যান্ট এলাকাও স্যানিটাইজ হচ্ছে না। সংক্রমণ রোধে আলাদা করে কোনও পদক্ষেপ করেনি কর্তৃপক্ষ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বর্জ্যে বিপদ

- উত্তরবঙ্গের আট জেলা থেকেই ফুলবাড়িতে আসছে চিকিৎসাবর্জ্য
- ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলার কথা
- কোভিডের জন্য অনেক বেশি বর্জ্য আসছে
- শ্রমিকদের সুরক্ষায় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি
- জমে থাকা বর্জ্য থেকে ছড়াতে পারে সংক্রমণ

মোদির প্রতিশ্রুতির প্রথম কিস্তি আজ

কৃষক সম্মাননিধি যোজনায় শুক্রবার রাজ্যের ৭ লক্ষ কৃষক প্রথম কিস্তির ২ হাজার টাকা করে পেতে চলেছেন। এই খাতে শুক্রবার ১৯ হাজার কোটি টাকা বণ্টন করবে কেন্দ্র। দুপুরের মধ্যেই কৃষকদের অ্যাকাউন্টে এই টাকা ঢুকে যাওয়ার কথা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ৬ হাজার টাকা হিসেবে ৩ বছরে মোট ১৮ হাজার টাকা পাবেন বাংলার কৃষকরা। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা ৭ লক্ষ কৃষকের নাম প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করেছেন। ▸▸ *বিস্তারিত বারোর পাতায়*

কোভিশিল্ডে ডোজের ব্যবধান বাড়ানোয় বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১৩ মে : দুই ডোজের মাঝখানের সময় নিয়ে ফের নির্দেশিকা বদল।

কোভিশিল্ড টিকা নিয়ে নতুন নির্দেশিকা ঘিরে প্রশ্নও তৈরি হয়েছে চিকিৎসকমহলে। বিভ্রান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশিকায় পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট উৎপাদিত করোনা টিকার দুটি ডোজের মধ্যে ফারাক থাকবে ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ। কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত ন্যাশনাল টেকনিকাল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ ইমিউনাইজেশন (এনটিএজিআই) বৃহস্পতিবার এই সুপারিশ করে। কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত সঙ্গে সঙ্গে ওই সুপারিশ গ্রহণ করে নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে।

টিকায় বদল

- দুটি ডোজের মধ্যে প্রথমে ব্যবধান ছিল ২৮ দিন
- পরে নির্দেশিকা বদলে ব্যবধান করা হয় ৬–৮ সপ্তাহ
- নতুন নির্দেশিকায় এই ব্যবধান হল ১২ থেকে ১৬ সপ্তাহ
- কোভিডমুক্ত হলে অন্তত ৬ মাস পর টিকা
- অন্তঃসত্ত্বারা প্রসবের পর যে কোনও সময় টিকা নিতে পারবেন

এর আগেও একবার কোভিশিল্ডের দুটি ডোজের সময়ের ফারাকে বদল করা হয়েছিল। ঘনঘন এই বদল কতটা বিজ্ঞানসম্মত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যে। রাজনৈতিক মহলে অভিযোগ উঠেছে, দেশে টিকার চরম আকাল সামলাতে না পেরে টিকার দুটি ডোজের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে আকাল সামলানো গেলেও টিকার কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে থেকে যাবে। বর্তমানে এই ব্যবধান ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ রাখা রয়েছে।

কলকাতায় এসএসকেএমের বিশিষ্ট চিকিৎসক দীপেন্দু সরকার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ল্যানসেটের মতো নির্ভরযোগ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেডিকেল জার্নাল দুই ডোজের এমন ফারাকের

এরপর চোদ্দোর পাতায়